আলমডাঙ্গায় গরিবের ডাক্তার খ্যাত শাফায়েতুল ইসলাম আর নেই

আলমডাঙ্গার বিশিষ্ট চিকিৎসক গরিবের ডাক্তার খ্যাত শাফায়েতুল ইসলাম আর নেই। তিনি গতকাল রাত ১১টা ৩০ মিনিটে নিজ বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌর সভার বাবুপাড়ার মৃত বজলুর রহমানের ছেলে শাফায়েতুল ইসলাম সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন।

গতকাল রাত ১১টা ৩০ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার এক মেয়ে নাফিসা আনজুম হিমু এ বছর এমবিবিএস এ বিসিএস এ সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছেন।

আজ বেলা ১২টায় আলমডাঙ্গা দারুসসালাম ঈদগাহ ময়দানে জানাজা শেষে দাফন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মুজিবনগরের ডাক্তার দম্পত্তির বিরুদ্ধে অসদাচারণের অভিযোগ

চিকিৎসার জন্য মুজিবনগরের সীমান্তবর্তী সোনাপুর গ্রাম থেকে আসেন আসাদুল ইসলাম। তার পছন্দের চিকিৎসক মাহমুদুর রহমান শিমুল রোগ নির্ণয়ের জন্য কিছু পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেন। নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলো করিয়ে রিপোর্ট দেখাতে আসলে, শিমুল পরিচালিত ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিকের রিসেপশনে জানানো হয় যে, তাদের পছন্দ করা ল্যাবে পরীক্ষা না করালে রিপোর্ট গ্রহণ করা হবে না।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ল্যাব মালিক ও রোগীর স্বজনদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিকে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সংবাদ পেয়ে সাংবাদিক জাহিদ ও সাবিত তুহিন সেখানে উপস্থিত হন। ল্যাব মালিক ও রোগীর স্বজনদের সাথে কথা বলার সময় ভিডিও ধারণ করতে গেলে ল্যাব কর্তৃপক্ষের কয়েকজন এবং ডাক্তার শিমুলের শ্বশুর-শাশুড়ি মিলে ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

এছাড়া, পাশের দুটি ল্যাব পপুলার এবং কেয়ার ল্যাবের মালিকরা অভিযোগ করেছেন, ডাক্তার শিমুল ও তার স্ত্রী ডা. সাদিয়া আফরিন সোমা তাদের ল্যাবের রিপোর্টকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

এ বিষয়ে ডা. মাহমুদুর রহমান শিমুল বলেন, মুজিবনগরে অনেক ল্যাবে বৈধ প্যাথলজিস্ট নেই, যার কারণে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে সেসব ল্যাবের রিপোর্টকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। তবে সাংবাদিকদের সাথে কোনো ধরনের অসদাচরণের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, মাহমুদুর রহমান শিমুল ও সাদিয়া আফরিন সোমা দম্পতির মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিক, মুজিবনগর। বর্তমানে তারা দুজনই কর্মরত আছেন ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর সদর হাসপাতালে।

গাংনীতে হোমিও ডাক্তারের চেম্বার থেকে অ্যালকোহল উদ্ধার, ডাক্তার আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে হোমিও ডাক্তারের চেম্বার থেকে বিপুল পরিমাণের অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় আটক করা হয় অভিযুক্ত ডাক্তারকে।

আটককৃত হোমিও ডাক্তার নিলুফার ইয়াসমিন উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের মৃত হাফিজ উদ্দীনের মেয়ে। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার আড়ালে এলকোহল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী যৌথ বাহিনীর মাদক বিরোধী

ট্রান্সফোর্সের অভিযানে ১ ,১২২ বোতল অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয় , যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রিতম সাহা।

অভিযান সূত্রে জানা যায় , গাংনী বাজারের জেলা পরিষদ মার্কেটের “হাফিজ হোমিও হল” থেকে অ্যালকোহল বিক্রির গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। পরে নিলুফার ইয়াসমিনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তার নিজ বাড়ির রান্নাঘর ও পরিত্যক্ত খড়ির ঘর থেকে আরও বিপুল পরিমাণ অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান , আটককৃত নিলুফার ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে তাকে থানায় হস্তান্তর করা হবে।

অভিযানকালে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান , ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ওয়ারেন্ট অফিসার ফারুক হোসেন এবং গাংনী থানার একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

দাতের মাজন ভেবে বিষ দিয়ে দাত মাজা , হাসপাতালে ভর্তি

দাত ব্রাশ করা মাজন ভেবে ইদুর মারা বিষ দিয়ে দাত মেজে শিশু ফাতেমা খাতুন (৩) এখন হাসপাতালে।
ফাতেমা খাতুন গাংনী উপজেলার সানঘাট গ্রামের দাড়িয়াপাড়া এলাকার মহিবুল ইসলামের মেয়ে।
আজ বুধবার (১৭ মে) সকাল ৯ টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। শিশু ফাতেমা খাতুন এখন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে , তার অবস্থা আশংকামুক্ত বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেরর জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সুমাইয়া আফরোজ।
ফাতেমার মা হুসনে আরা বলেন , ঘরের মধ্যে চৌকির নিচে ইদুর মারা

বিষ ছিল। মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে গিয়ে বিষ দাত মাজার পাউডার ভেবে দাত মাজতে শুরু করে। পরে আমি দেখে তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে এসেছি।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সুমাইয়া আফরোজ বলেন, এই প্রথম গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের শিশু রোগীর বিষ শরীর থেকে ওয়াশ করা হলো। এর আগে বিষপান করা শিশুরোগীকে মেহেরপুর বা কুষ্টিয়াতে পাঠানো লাগতো। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ আছে।

আলমডাঙ্গায় মহিলা ডাক্তারকে হেনস্থাকারী রহিম গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার আশরাফুন নাহার নীনা ও আরএমও মোর্তজা আরেফিনকে লাঞ্ছনাকারী রহিমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার দিনগত গভীররাতে পাবনার রূপপুরে আত্মগোপনে থাকা রহিমকে গ্রেফতার করা হয়।

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, করোনা মহামারির বিরুদ্ধে দেশের চিকিৎসকরা সন্মুখযোদ্ধা হিসেবে জীবনপন রেখে লড়ে যাচ্ছে। এমন সময় অকারনেই এক মাস্তান হাসপাতালে ঢুকে ডাক্তারকে লাঞ্ছনা করে। ঘটনার পরপরই পুলিশ তাকে গ্রেফতারের জোর চেষ্টা করেছিল। অবশেষে ৪৮ ঘন্টা না যেতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আমিনুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পরপর পুলিশের সাড়াশি অভিযানে রহিম পাবনার রূপপুরে পালিয়ে যায়। তার মোবাইল ট্র্যাকিং করে আসামী রহিমের অবস্থান জানতে পারি। শনিবার রাতে রূপপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও মেডিকেল অফিসার আশরাফুন নাহার নীনা বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুরে হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় কুমারী ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে আব্দুর রহিম তার বাবার পায়ের পীড়ার সমস্যা